সংবাদ

তারিখ : 18 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

বেসরকারি স্কুলে

ছাত্র বেতন না বাড়ানোর নির্দেশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

অভিভাবকদের আন্দোলনের মুখে অবশেষে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসিক বর্ধিত বেতন ও ফি আদায় বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে আদেশ জারি করেছে। বেসরকারি স্কুল ও কলেজে বেতন-ফি নির্ধারণের বিষয়ে সরকার শীঘ্রই নির্দেশনা দেবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। অষ্টম বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের ঘোষণার পর পরই ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইচ্ছেমতো মাসিক বেতন ও ভর্তি ফি বৃদ্ধি করা হয়। শুরু হয় নৈরাজ্য। এ নিয়ে আন্দোলন করে আসছেন অভিভাবকরা। গতকালও রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে বিক্ষোভ করেন অভিভাবকরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশে আরও বলা হয়েছে, সরকারের নির্দেশনা ছাড়াই বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি আদায় করা হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা অনুযায়ী সরকারের নির্দেশনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদকে বেতন ও ফি'র হার নির্ধারণ করতে হবে বলে আদেশে জানানো হয়। এ প্রেক্ষাপটে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বর্ধিত বেতন ও অন্যান্য ফি আদায় বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয়া হলো।

ইতোমধ্যেই উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে লাগামহীন বেতন ও ফি বাড়ানোর প্রমাণ পেয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) তদন্ত কমিটি। এছাড়া ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বিয়াম স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সেন্ট জোসেফ স্কুল, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জুনিয়র ল্যাবরেটরি হাইস্কুলসহ নামিদামি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বেতন, ফিসহ সকল শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির প্রমাণ পেয়েছে শিক্ষা প্রশাসন।

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে স্পেশাল বা বিশেষ ক্লাসের

ছাত্র : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

ছাত্র : বেতন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নামে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে মাসিক বেতনের সমপরিমাণ টাকা আদায় করা হচ্ছে। বেতনের বাইরে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বছরে ৩০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকা 'আইটি চার্জ' নেয়া হয়েছে। আদতে ওই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা আইটি সুবিধা পায় না। সরকারি বেতন স্কেলের পর বেতন হঠাৎ করে ১ হাজার ৩০০ টাকা থেকে ২ হাজার ১০০ টাকা হয়ে গেছে এই স্কুলে।

শিক্ষা অধিদফতরের উপপরিচালক (মাধ্যমিক) একেএম মোস্তফা কামাল সংবাদকে বলেন, 'ভিকারুননিসা স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের মাসিক বেতন ৭০০ টাকা বৃদ্ধি করেছে। এক বছরে এই টাকা বাড়ানো অভিভাবকদের ওপর বড় ধরনের চাপ।'

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের কয়েকজন অভিভাবক জানান, এবার প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন প্রায় দ্বিগুণ আদায় করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। দ্বিতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত দ্বিগুণ হারে বেতন বৃদ্ধির পরিকল্পনাও করা হয়েছে বলে জানতে পেরেছেন অভিভাবকরা।

ভিকারুননিসায় বাংলা মাধ্যমে প্রথম শ্রেণিতে গত বছর বেতন ছিল ৮০০ টাকা, সেটা এ বছর ১ হাজার ৬০০ টাকা করা হয়েছে। ইংরেজি মাধ্যমের বেতনও ৯০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৭০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া আগে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ফি ৮ হাজার টাকা নেয়া হলেও এবার তা নেয়া হচ্ছে ১৫ হাজার টাকা।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে পুনঃভর্তিতে সেশন ফি ১ হাজার টাকা বেশি এবং প্রতি শ্রেণীতে বেতন ১০০ টাকা বাড়তি আদায় করা হয়েছে। ধনিয়া একে হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে সব শ্রেণীতে পুনঃভর্তি ৪০০/৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতি শ্রেণীর টিউশন ফি বা মাসিক বেতন ৫০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঢাকার বাইরের বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ভর্তি ও টিউশন ফি বাড়ানো হয়েছে বা হচ্ছে।

প্রশ্ন উঠেছে সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত বিয়াম স্কুলের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধেও। সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে পরিচালিত এ স্কুলের পে-স্কেলের সঙ্গে বেতন কেন বাড়ানো হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরা। এখানে মাসিক বেতন ২০০ টাকা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেতন ৪০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ধানমন্ডির জুনিয়র ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে বেতন বাড়ানো হয়েছে ৫০০ টাকা। মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে মাসিক বেতন প্রতিটি শ্রেণীতে বাড়ানো হয়েছে ৯০ শতাংশ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত।

বেতনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ানো হয়েছে স্কুলের ভর্তি ফি, আইটি ফি, সেশন চার্জসহ সব ধরনের ফি। মিরপুরের শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুল, শহীদ লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস স্কুল, বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়সহ আরও বেশ কয়েকটি স্কুলে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বেতন, ফি বাড়ানোর অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা।

প্রতি বছরই শিক্ষা বর্ষের শুরুতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি কম-বেশি বাড়ানোর অভিযোগ ওঠে। এসব অভিযোগ প্রধানত রাজধানীতে অবস্থিত নামিদামি কিছু প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণত ভর্তি ফি বাড়ানোর অভিযোগ উঠলেও এবার ভর্তি ফি'র সঙ্গে সকল শ্রেণীর মাসিক বেতন, সেশন চার্জসহ অন্যান্য ফি বাড়ানো হচ্ছে পাল্লা দিয়ে। এর কারণ হিসেবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে নতুন পে-স্কেলকে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বলছে, পে-স্কেলে সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বেড়েছে। তাই বেসরকারি স্কুল, কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তারা দাবি করছেন তাদের বেতনও বাড়াতে হবে। কিন্তু এটা করার কোন সুযোগ নেই বলে সতর্ক করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর।

জানা গেছে, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের অধীনে ৪৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৮টি মহাবিদ্যালয় এবং ৬টি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৯০ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করে। নতুন শিক্ষাবর্ষে সিটি করপোরেশন ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি ফি বাড়িয়ে ২ হাজার ৫৫০ টাকা, নবম ও দশম শ্রেণীর ভর্তি ফি ২ হাজার ৭৪০ টাকা নির্ধারণ করেছে। মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১৫০, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে ১৬০ এবং নবম ও দশম শ্রেণীতে ২০০ টাকা, যা আগের শিক্ষাবর্ষের তুলনায় দ্বিগুণ বলে অভিভাবকদের অভিযোগ।